



କିଛି ଠକାଠି ଦୁରୁଦ୍ ଓ ଆଲାତ

ଉପହାସନା:
ଫାଜଲ-ମସିନୁରୁଲ ହେନସିସ (କାଠକୋଟ୍ ହେନସିସ)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّنَ ط
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

১৯টি দরুদ ও আলাম

দরুদে পাকের ফযিলত

হযরত সায্যিদুনা আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, হযুর তাজেদারে রিসালাত صلى الله عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন। (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা: ২১৬, হাদিস: ৪০৮)

১৯টি দরুদ ও সালাম

জুমার দিনের দরুদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
 الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রতি জুমার রাতে (বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত) এই দরুদ শরীফটি নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় সে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাকে স্বীয় রহমতপূর্ণ হাতে কবরে রাখছেন। (আফদালুস সালাওয়াত আলা সায্যিদিস সাদাত, পৃষ্ঠা: ১৫১)

সকল গুনাহ মাফ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফটি পাঠ করে, সে যদি দাঁড়ানো থাকে, তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা অবস্থায় থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (আল মারজিউস সাবিক্ব, পৃষ্ঠা: ৬৫)

রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে এই দরুদ শরীফটি পাঠ করে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। (আল কওলুল বদী, পৃষ্ঠা: ২৭৭)

এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুদনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “এটি পাঠকারীর জন্য সত্তর (৭০) জন ফেরেশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকীসমূহ লিখতে থাকে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২৫৪, হাদিস: ১৭৩০৫)

ছয়লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ

صَلَاةٍ دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাবী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ কিছু বুয়ুর্গদের কাছ থেকে উদ্ধৃত করেন: এই দরুদ শরীফটি একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফদালুস সালাওয়াত আলা সাযিয়্যিস সাদাত, পৃষ্ঠা: ১৪৯)

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে

বসালেন। এতে সাহায্যে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, ইনি কোন্ সম্মানিত ব্যক্তি! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার প্রতি দরুদ শরীফ পড়ে, তখন এটাই পড়ে থাকে।”

(আল কউলুল বদী, পৃষ্ঠা: ১২৫)

সবচেয়ে উত্তম দরুদে পাক

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ط

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমাকে কা'ব বিন উজরা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ স্বাক্ষাতে বললেন: তোমাকে কি ওই উপহার দিব না যা আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কাছ থেকে শুনেছি! আমি বললাম: কেন নয়, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কাছে আরয করেছি: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আল্লাহ পাক অবশ্যই আমাদেরকে (আপনার উপর) সালাম প্রেরণ করা শিখিয়েছেন কিন্তু আমরা আপনার উপর ও আহলে বাইতের উপর কীভাবে প্রেরণ করব। তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: এইভাবে বলো!

(সহীহ বুখারী, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২৯, হাদিস: ৩৩৭০)

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল-হাফিয আল-ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সব দরুদের চেয়ে উত্তম দরুদ সেটিই যা সব আমল থেকে উত্তম (আমল) অর্থাৎ নামাযের মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে (অর্থাৎ দরুদে ইব্রাহীমি) । (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ১৮৩)

ক্ষমা ও মাগফিরাত

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

কোন ব্যক্তি হযরত সাযি্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ইত্তিকালের পর স্বপ্নে দেখলেন এবং অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তখন তিনি বললেন: আল্লাহ পাক এই দরুদ শরীফের বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন । (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সাযি্যিদিস সাদাত, পৃষ্ঠা: ৮১)

সম্পদের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

রুহুল বয়ানের প্রণেতা বলেছেন: যে ব্যক্তি এই দরুদে পাক পাঠ করবে তার ধন-সম্পদ বাড়তে থাকবে ।

(তাকসীরে রুহুল বায়ান, সূরা- আহযাব, আয়াত- ৫৬, খন্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৩৩)

স্মরণশক্তি মজবুত হবে

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
الْكَامِلِ وَعَلَى آلِهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهِ

যদি কোন ব্যক্তির ভুলে যাওয়ার রোগ হয়, তবে সে মাগরীব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এই দরুদ শরীফটি বেশি বেশি করে পাঠ করবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** স্মরণশক্তি মজবুত হয়ে যাবে।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, পৃষ্ঠা: ১৯১ ও ১৯২)

দ্বীন ও দুনিয়ার নেয়ামত অর্জন করুন

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ انْعَامِ اللَّهِ وَافْضَالِهِ

এই দরুদ শরীফ পড়ার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য নেয়ামত অর্জিত হবে। (আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, পৃষ্ঠা: ১৫১)

দরুদে শাফাআত

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হুযুর পুরনূর **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩২৯, হাদিস: ৩১)

আবে কাওসার থেকে পূর্ণ পেয়ালা

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ
وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّبِهِ
وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

হযরত সায্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি হাউজে কাউসার থেকে পূর্ণ পেয়ালা পান করতে চায়, সে যেন এই দরুদ শরীফটি পাঠ করে। (আশ-শিফা, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৭)

১১ হাজার দরুদ শরীফের সাওয়াব

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
صَلْوَةٌ أَنْتَ لَهَا أَهْلٌ وَهُوَ لَهَا أَهْلٌ

হযরত সায্যিদুনা হাফেজ জালাল উদ্দীন সুযুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: এই দরুদ শরীফটি একবার পাঠ করা ১১ হাজার বার দরুদ শরীফ পড়ার সমান।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায্যিদিস সাদাত, পৃষ্ঠা: ১৫৩)

প্রত্যেক প্রকারের ফিতনা থেকে মুক্তির জন্য

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
قَدْ ضَاقَتْ حِيلَتِي أَدْرِكُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

সায়্যিদ ইবনে আবেদীন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এটাকে এক মহা ফিতনার সময় পড়লাম, যা দামেশকে সংঘটিত হয়। এটি আমি এখনো দুইশত বারও পড়িনি যে, এমতাবস্থায় আমাকে এক ব্যক্তি এসে জানালো যে, ফিতনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

(আফদালুস সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, পৃষ্ঠা: ১৫৪)

১লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ النُّورِ
الذَّائِي وَالسِّرِّ السَّارِي فِي سَائِرِ الْأَسْبَاءِ وَالصِّفَاتِ

এই দরুদ শরীফটি যদি একবার পাঠ করা হয়, তাহলে এক লাখ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব পাওয়া যায়। এছাড়া কারো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে এই দরুদ শরীফটি ৫০০ বার পাঠ করবে, إِنَّ مَسْأَلَ اللَّهِ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

(আফদালুস সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাদাত, পৃষ্ঠা: ১১৩)

দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِعَدَدِ
مَا فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا وَبِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ أَلْفًا

কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করার পর যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফটি পাঠ করবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হবে।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা আহযাব- ৫৬, খন্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৩৪)

১৪ হাজার দরুদ শরীফ পড়ার সাওয়াব

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللَّهِ وَ كَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهِ

এই দরুদ শরীফটি শুধুমাত্র একবার পড়ার দ্বারা চৌদ্দ হাজারবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জিত হয়।

(আফদালুস্ সালাওয়াত আলা সায্যিদিস সাদাত, পৃষ্ঠা: ১৫০)

দরুদে তুনাঞ্জিনা

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ
وَالْأَفَاتِ وَ تَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَ تَطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ
السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عَلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ
جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

কামুস প্রণেতা শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী শায়খ হাসান বিন আলী উসওয়ানীর বরাতে বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ (দরুদে তুনাজ্জিনা) যেকোন কঠিন সমস্যা, বিপদাপদ বা মুসিবতের সময় এক হাজার বার পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার বিপদাপদকে দূর করে দিবেন ও তার আশা পূর্ণ করে দিবেন।

(মাতালেয়ুল মুসাররাত, পৃষ্ঠা: ৪৭১)

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (যাচাই-বাচাই করণ বিভাগ)

১৬ সফরুল মুজাফফর ১৪৩৩ হি:, ১১-০১-২০১২

উৎস ও তথ্যসূত্র

বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশনা
তাহসিরে রুহুল বয়ান	ইমাম আল্লামা শায়খ ইসমাইল হাক্কী আল-বুরুসাবি (মৃত্যু: ১১৩৭ হিজরী)	কোয়েটা, ১৪১৯ হিজরী
সহীহ আল-বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী (মৃত্যু: ২৫৬ হিজরী)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৯ হিজরী
সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিম আল-কুশায়রী (মৃত্যু: ২৬১ হিজরী)	দার ইবনে হাজম, বৈরুত, ১৪১৯ হিজরী
মাজমাউজ যাওয়াইদ	হাফিজ নূরুদ্দিন আলী বিন আবু বকর (মৃত্যু: ৮০৭ হিজরী)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২০ হিজরী
আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব	ইমাম জাকিউদ্দীন আব্দুল আজিম বিন আব্দুল কাবি (মৃত্যু: ৬৬১ হিজরী)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৮ হিজরী
আশ-শিফা	আবুল ফজল কাযী আইয়ায মালিকী (মৃত্যু: ৫৪৪ হিজরী)	মাদিনাতুল আউলিয়া, মুলতান
আফজালুস সালাওয়াত	আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাইল আন-নাবহানী (মৃত্যু: ১৩৫০ হিজরী)	দারুল বাশার
মাতালিউল মুসাররাত	ইমাম মুহাম্মদ মাহদী ফাসী (মৃত্যু: ১১০৯ হিজরী)	মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
আল-কাওলুল বাদী	হাফিজ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আস- সাখাভী (মৃত্যু: ৯০২ হিজরী)	মুয়াসসাসাতুর রায়য়ান, বৈরুত, ১৪২২ হিজরী
ফাতাওয়ায়ে রযভীয়া	মুজাদ্দিদে আজম আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন (মৃত্যু: ১৩৪০ হিজরী)	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর, ১৪২৪ হিজরী

সূচিপত্র

দরুদে পাকের ফযিলত	১
১৯টি দরুদ ও সালাম	১
জুমার দিনের দরুদ	১
সকল গুনাহ মাফ	২
রহমতের ৭০টি দরজা	২
এক হাজার দিনের নেকী	৩
ছয়লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব	৩
প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর নৈকট্য লাভ	৩
সবচেয়ে উত্তম দরুদে পাক	৪
ক্ষমা ও মাগফিরাত	৫
সম্পদের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত	৫
অরণশক্তি মজবুত হবে	৬
দীন ও দুনিয়ার নেয়ামত অর্জন করণ	৬
দরুদে শাফাআত	৬
আবে কাওসার থেকে পূর্ণ পেয়ালা	৭
১১ হাজার দরুদ শরীফের সাওয়াব	৭
প্রত্যেক প্রকারের ফিতনা থেকে মুক্তির জন্য	৮
১লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব	৮
দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা	৯
১৪ হাজার দরুদ শরীফ পড়ার সাওয়াব	৯
দরুদে তুনাঞ্জিনা	৯
উৎস ও তথ্যসূত্র	১১

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত নাওয়াতে ইমনামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আশ্রাফ পাকের সম্মুখিতর জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত্ত অতিবাহিত করুন।
 ❖ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মানানী কাফেলনায় সফর এবং ❖ প্রতিদিন “পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা” করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিশ্বাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মানানী উদ্দেশ্য: “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” **بِسْمِ اللَّهِ** নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য “মানানী কাফেলনায়” সফর করতে হবে। **بِسْمِ اللَّهِ** .



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিঙ্গা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফরহানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

অল-মাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিঙ্গা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কশারীপাট, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net